11 ELECTION COMMISSION AND THE ELECTORAL SYSTEM IN INDIA

Q. 64. Discuss the Composition and functions of the Election Commission in India.

And. Election has been of great importance in the parliamentary democracy of India. Free, impartial and fair elections can only ensure the elections of the true representatives of the people. Article 324 of the Constitution of India provides for an Election commission to conduct the elections of federal and regional legislatures and also the higher offices of the Republic (i.e., President and Vice-President).

Composition : According to the Constitution of India, the Election Commission at present consists of the Chief Election Commissioner and two other Election Commissioners. They are appointed by the President of India by a warrant under his hand and seal. Further, they are appointed for a period of six (6) years or they retire at the age of 65 years whichever is earlier. The Constitution has made the other two Election Commissioners at par with the Chief Election Commissioner. That is, the Chief Election Commissioner and his colleagues have equal powers and Constitutional Status (position) in all respects. The Chief Election Commissioner presides over the meetings of the Election Commission. And the decisions are taken unanimaously, otherwise by majority votes. The Chief Election Commissioner has no constitutional power to remove the other two Election Commissioners. Like the Chief Election Commissioner, other Election Commissioners can also be removed by the President of the Republic on a report made by the Union Parliament (supported) by two-thirds majority in each House–the Lok Sabha and the Rajya Sabha) on grounds of proved misbehaviour or incapacity. Further, before every general election to the Lok Sabha and to the Vidhan Sabha of each State, the President of the Indian Union may also appoint such Regional Election Commissioners as he may consider necessary to assist the Election commission in the exercise of its functions. Lastly, the Constitution

Scanned with CamScanner

of India guarantees the independence of the members of the Election commission including its Chairman. Their salaries and allowances fall in the items of non-votable expenditure. That is, they are charged upon the Consolidated Fund of India.

Functions : The major functions of the Election Commission as embodied in our Republican Constitution and the Representation of the People's Acts (amended from time to time) are stated briefly :

(1) to exercise superintendence, direction and control of electoral rolls for the elections to the Parliament and State Legislatures as well as the Presidential and Vice-Presidential elections.

(2) to notify the date/dates for the submission and withdrawal of nomination papers of the candidates.

(3) to recommend date/dates for holding elections in different constituencies of the Union Parliament and the State Legislatures.

(4) to conduct elections to the offices of the President and the Vice-President of our Republic.

(5) to conduct elections of the representative of the Union and the State Legislatures.

(6) to designate and nominate the Returning officers for election to the Parliament and State Legislatures.

(7) to request the President or the Governor of a State as the case may be to make available of the necessary staff for conducting elections.

(8) to exercise supervision direction and control over the Chief Electoral officers of the States in conducting elections.

(9) to determine the number of the seats to be reserved for the scheduled castes and the Scheduled Tribes in the Lok Sabha as well as the Vidhan Sabhas of the States.

(10) to advise the President of India or the Governor of a State as the case may be in deciding whether a member of Parliament or of a State Legislature is subject to any disqualification.

(11) to enquire and settle disputes connected with the election arrangements with the assistance of the Returning officers or any other officer appointed by the Election Commission.

(12) to conduct bye-elections to fill in vacancies arising from time to time in Parliament and the State Legislatures.

Scanned with CamScanner

(13) to issue a code of conduct to be observed by all politicial parties, candidates and people at the time of elections.

(14) to settle a dispute regarding allotment of symbols to a political party (or the parties) at the time of parliamentary or Assembly elections.

In this connection, we may point out that the election disputes are now dealt with by the High Courts of the States. The Constitution of India ensures that the Parliament and Assembly elections are conducted freely and impartially. The Election Commission functions on an all India basis. There is no separate Election Commission for a State. A centralised election machinery alone will be able to eliminate the possibility of the State Governments acting in an unconstitutional manner. Again, it has been pointed out that the appointment of the members of the Election Commission by the President on the advice of his Prime Minister may make room for the exercise of politics influence. Hence, the constitutional experts opine that the President should appoint the Election Commissioners on the recommendations of a committee including the Chief Justice of India and the Leader of the opposition of the Lok Sabha.

Q. 65. Discuss the nature of electoral trends or voting behaviour in Indian Political System.

Ans. The democratic republic of India, in its size, population and resources is the world's highest parliamentary democracy. In terms of its electorate, it is also the world's largest participatory political system based on universal adult franchise, which is effectively exercised at regular periodic elections (at present in our coalition politics 3 to 5 years) to the Parliament (Lok Sabha) and States Legislative Assemblies. The Indian electorate has increased, since the first general elections in 1952, as a consequence of the increase in population by over 130 percent in just four decades. Indian electrorate was 173.21 million in 1952 (first general elections) and with the reduction of age of voting from 21 to 18 by the Sixty-first Amendment to the Constitution in 1989, it increased to 498.64 million in the Ninth general elections (1989). And it had further increased to 619.0 million in 1999 (Thirteenth Lok Sabha elections) and again to 65 crore in 14th general elections. Interestingly, this electoral population is equal to the total electoral population of the world's fifteen most

Scanned with CamScanner

১২.৫ ভারতের নির্বাচন কমিশন
Election Commission in India

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চদশ অংশে (Part XV) একটি নির্বাচন কমিশন গঠন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের গঠন ঃ সংবিধানের ৩২৪(২) নং ধারায় বলা হয়েছে, একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে অথবা একজন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। অন্যান্য কমিশনারের সংখ্যা কত হবে তা স্থির করবেন রাষ্ট্রপতি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। ৩২৪(৩) নং ধারা অনুসারে একাধিক সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কমিশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ১৯৯৩ সালের ১লা অক্টোবর থেকে পূর্বেকার ১৯৯১ সালের নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত আইনটি সংশোধিত করে নির্বাচন কমিশনকে সমমর্যাদা ও সমক্ষমতাসম্পন্ন তিন সদস্যবিশিষ্ট সংস্থায় পরিণত করা হয়।

Scanned with CamScanner

বর্তমানে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-এর নাম ড. নাসিম জাইদি (Dr. Nasim Zaidi)। নির্বাচন কমিশনের ৩ জন সদস্যই সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতির সমান বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পান। কোনো বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে অন্যান্য কমিশনারের মতবিরোধ ঘটলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

সংবিধানের ৩২৪(৪) নং ধারা অনুসারে, প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে যতগুলি প্রয়োজন **আঞ্চলিক কমিশনার** (Regional Commissioner) নিযুক্ত করবেন। এঁদের কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে তার কার্য সম্পাদনে সাহায্য করা। নির্বাচনের তিন মাস আগে এই আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ করা হয় এবং নির্বাচনের পর ৩ মাস পর্যন্ত তাঁরা নিযুক্ত থাকেন ; অর্থাৎ, মোট ৬ মাস এঁরা স্বপদে বহাল থাকেন।

বর্তমানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন **মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক** (Chief Electoral Officer) এবং প্রত্যেক জেলায় একজন **জেলা নির্বাচন আধিকারিক** (District Election Officer) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের কাজ নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতোই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের অধীনে বহুসংখ্যক কর্মচারী থাকেন।

কার্যকাল ও অপসারণ : নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের চাকরির শর্তাবলি ও কার্যকাল পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্থির হয়। বর্তমানে ৬ বছরের জন্য মুখ্য নির্বাচন এবং অন্য দুজন কমিশনারকে নিযুক্ত করা হয়। তবে কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই যদি কোনো সদস্যের বয়স ৬৫ বছর অতিক্রম করে, তাহলে তাঁকে নির্দিষ্ট কার্যকালের আগেই অবসর নিতে হবে। আবার কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বেই প্রমাণিত অসামর্থ্য ও অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন। সংবিধানের ৩২৪(৫) নং ধারা অনুসারে, পার্লামেন্টের প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহলে সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারণ করতে পারেন। অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনারদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করতে পারেন।

কার্যাবলি (Functions) : সংবিধানের ৩২৪ (১) নং ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান, নির্দেশদান ও নিয়ন্ত্রণের কাজসহ পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত মূল দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে যে যে কাজগুলি সম্পাদন করতে হয় সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল :

১. পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাসমূহের নির্বাচনের জন্য আইন অনুসারে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনমতো সংশোধন করা।

২. সংবিধান ও দেশের সাধারণ আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে পার্লামেন্ট, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. যে-কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে নির্বাচনের তারিখ, মনোনয়নপত্র পেশ ও প্রত্যাহার করার তারিখ, মনোনয়ন পত্রের বৈধতা বিচার করার তারিখ ইত্যাদি ঘোষণা করা।

৪. নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের অনুরোধ করা।

৫. নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কোনো বিরোধ উপস্থিত হলে সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য অফিসার নিয়োগ করা।

৬. আইনসভার কোনো সদস্যের অযোগ্যতার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালকে পরামর্শ দেওয়া।

৭. প্রয়োজন মনে করলে যথেষ্ট সংখ্যক আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেওয়া।

Scanned with CamScanner

৮. নির্বাচনের সময় নির্বাচনি প্রতীক নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ বাধলে তা নিষ্পত্তি করা।

৯. নির্বাচনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নির্বাচন প্রার্থী, সরকারি কর্মচারী এবং জনসাধারণ কী ধরনের আচরণবিধি মেনে চলবেন সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া।

১০. নির্বাচনের প্রাক্কালে কোন্ দলকে কতক্ষণ বেতার বা দূরদর্শন ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করা।

১১. সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যে-কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত রাখা বা বাতিল করা বা পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। এ ব্যাপারে ১৯৮১ সালে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে দেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

১২. নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের কাজ হল ভোটগননা এবং ভোটের ফলফল ঘোষণা করা। ভোটগণনার পর সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পেয়েছেন এমন প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে এবং সেই মর্মে শংসাপত্র প্রদান করে। নির্বাচন কমিশন মনে করলে কোনো নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটগণনা বন্ধ রাখতে বা ভোটের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, পূর্বে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষের নির্বাচন সংক্রান্ত যে-কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনি ট্রাইব্যুনাল (Election tribunal) গঠন করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে উক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়।

মূল্যায়ন ঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য শর্ত হল অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা। কিন্তু সমালোচকদের মতে, **ভারতবর্ষে অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যাপারে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়নি।** কারণ,

প্রথমত, যে নির্বাচন কমিশনের ওপর ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সংবিধানের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সেই নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কমিশনের গঠন, সদস্যদের যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ, ক্ষমতা ও কার্যাবলি প্রভৃতি ব্যাপারে সংবিধানে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা হয়নি। তার পরিবর্তে এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মূলত রাষ্ট্রপতির হাতে (কার্যত প্রধানমন্ত্রীর হাতে) ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং কমিশনের অন্যান্য সদস্য হিসাবে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পান।

দ্বিতীয়ত, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় অনেক সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিজের স্বাধীন ভূমিকা পালনের পরিবর্তে কেন্দ্রের অনুগ্রহ লাভে বেশি সচেষ্ট হতে দেখা যায়।

অনুরূপভাবে অবসর গ্রহণের পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অন্য কোনো চাকরি বা পদে নিযুক্ত হতে বাধা না থাকায় অনেক সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরকারি অনুগ্রহ লাভে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এইভাবে সরকারের অনুগত হয়ে থাকার পুরস্কারস্বরূপ অবসর গ্রহণের পর **কে. ডি. কে. সুন্দরম্‌কে** আইন কমিশনের সভাপতি এবং **সুকুমার সেনকে** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত, নির্বাচনের দিন ঘোষণা, নির্বাচন স্থগিত রাখা সম্পর্কিত নির্বাচন কমিশনের বহু সিদ্ধান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করা হয় বলে সমালোচনা করা হয়।

চতুর্থত, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব কর্মচারীমণ্ডলী না থাকায় নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনকে হয় কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। বলা বাহুল্য, এই নির্ভরশীলতা কমিশনের নিরপেক্ষ ও স্বাধীন ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চমত, ভোটার তালিকায় কারচুপি, জাল ভোট, ছাপ্পা ভোট, বুথ দখল, দুর্নীতি এবং আরও নানান অনিয়ম ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থাকে একটা প্রহসনে পরিণত করেছে। অনেকে এসবের জন্য কমিশনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেন।

নির্বাচন কমিশনের এইসব সাংগঠনিক দুর্বলতা ও বাস্তব ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক এস.

Scanned with CamScanner

আর. **মহেশ্বরী** নির্বাচন কমিশনকে ভারতীয় গণতন্ত্রের **দুর্বলতম স্তম্ভ** (weakest pillar of our democracy) বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে ভারতের ভূতপূর্ব নির্বাচন কমিশনার **টি. এন. শেষনের** ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহেশ্বরীর উপরিউক্ত মন্তব্য মোটেই খাপ খায় না। তিনি তাঁর কার্যাবলির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে, নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারের বা কোনো রাজনৈতিক দলের কেনা গোলাম নয়। যে দক্ষতার সঙ্গে টি. এন. শেষন বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছেন এবং দুটি সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়েছেন, ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। ভারতের পরবর্তী নির্বাচন কমিশনার এম. এস. গিলও তাঁর কাজে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৭ সালের ৩১শে মে-র মধ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে তার সাংগঠনিক নির্বাচন শেষ করার জন্য কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা অমান্য করার জন্য কমিশন কংগ্রেস (ই) দলকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দেন। পরবর্তী নির্বাচন কমিশনার **জে. এম. লিংডো** গুজরাটে সাধারণ নির্বাচন করার মতো পরিস্থিতি নেই ঘোষণা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগত থাকার চেয়ে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনেই বেশি আগ্রহী। অতঃপর নির্বাচন কমিশনকে ভারতীয় গণতন্ত্রের **'দুর্বলতম স্তম্ভ'** বলা সমীচীন হবে বলে মনে হয় না।

Scanned with CamScanner